بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পঞ্চম খলীফা ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) গত ২৭শে নভেম্বর, ২০২০ ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় পূর্বের ধারাবাহিকতায় নিষ্ঠাবান বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণের প্রেক্ষাপটে হযরত আলী (রা.)'র জীবন চরিত আলোচনার মাধ্যমে মহানবী (সা.)-এর খোলাফায়ে রাশেদীনের স্মৃতিচারণ আরম্ভ করেন।

তাশাহহুদ, তাআ'ব্বুয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আজ হযরত আলী বিন আবু তালিব (রা.)'র স্মৃতিচারণের মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদীনের স্মৃতিচারণ শুরু করছি। হযরত আলী বিন আবু তালিব বিন আব্দুল মুত্তালিব বিন হাশেম ছিল তার নাম; তার বাবার আসল নাম ছিল আবদে মানাফ, আবু তালিব ছিল তার ডাকনাম। তার মায়ের নাম ছিল ফাতেমা বিনতে আসাদ বিনতে হাশেম। হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.)-এর নবুওয়তের দশ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি মাঝারি গড়নের ছিলেন; তার শরীর মোটাসোটা ও কাঁধ চওড়া ছিল। তার জন্মের সময় হযরত আবু তালিব বাড়িতে ছিলেন না; তার মা নিজের বাবার সাথে মিলিয়ে তার নাম আসাদ রেখেছিলেন, কিন্তু আবু তালিব ফিরে এসে তার নাম আলী রাখেন। হযরত আলী (রা.)'র তিনজন ভাই ও দু'জন বোন ছিলেন; ভাইয়েরা হলেন, তালিব, আকীল ও জা'ফর এবং বোনেরা হলেন, উম্মে হানী ও উম্মে জামানাহ্; এদের মধ্যে তালিব ও জামানাহ্ ছাড়া বাকি সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আলী (রা.)'র ডাকনাম ছিল আবুল হাসান, আবু সাবতাইন ও আবু তুরাব। আবু তুরাব নামে মহানবী (সা.) একবার তাকে ডেকেছিলেন, যার অর্থ হল 'মাটির পিতা'; এ সংক্রান্ত বুখারী শরীফের বর্ণনাটি হুযূর (আই.) উল্লেখ করেন। মহানবী (সা.)-এর নবুওয়তের পূর্বে একবার মক্কায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। যেহেতু হযরত আবু তালিবের পরিবার অনেক বড় ছিল আর তার আর্থিক দৈন্যতাও ছিল, এজন্য তার ওপর পরিবারের ভরণ-পোষণের ভার কিছুটা লাঘব করার নিমিত্তে মহানবী (সা.) নিজের চাচা আব্বাস (রা.)-কে সাথে নিয়ে আবু তালিবের কাছে যান এবং দুর্ভিক্ষ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার দু'জন ছেলের দায়িত্ব নেয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। আবু তালিব সম্মত হলে মহানবী (সা.) হযরত আলীর এবং হযরত আব্বাস জা'ফরের দায়িত্ব নেন। হযরত আলী (রা.)'র তখন বয়স ছিল ছয়-সাত বছর, বাকি জীবন তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথেই কাটান।

হযরত আলী (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনা থেকে জানা যায়, তিনি হযরত খাদীজা (রা.)'র ইসলাম গ্রহণের ও মহানবী (সা.)-এর সাথে নামায পড়ার একদিন পরই ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি মহানবী (সা.) ও হযরত খাদীজাকে নামায পড়তে দেখে মহানবী (সা.)-এর কাছে জানতে চান, তারা কী করছেন? মহানবী (সা.) তখন তাকে বলেন, এটি আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম, যা সহ তিনি রসূলদের প্রেরণ করেছেন; একইসাথে তিনি (সা.) তাকে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার এবং শির্‌ক পরিত্যাগের আহ্বান জানান। হযরত আলী (রা.)'র কাছে যেহেতু বিষয়টি একদম নতুন ছিল, তাই তিনি প্রথমে নিজ পিতা আবু তালিবের অনুমতি নিয়ে নেয়ার কথা বলেন। যেহেতু মহানবী (সা.) তখনও প্রকাশ্যে নবুওয়তের ঘোষণা দেন নি, সেজন্য তিনি আলীকে তার পিতার সাথে এ বিষয়ে কথা বলতে নিষেধ করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা রাতেই হযরত আলী (রা.)'র মন ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং পরদিন সকালে হযরত আলী (রা.) পুনরায় মহানবী (সা.)-কে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করেন ও ইসলাম গ্রহণ করেন; তখন তার বয়স ছিল মাত্র ১৩ বছর।

প্রাসঙ্গিকভাবে হুযূর (আই.) পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম কে ইসলাম গ্রহণ করেন, সেটি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মতভেদের বিষয়টিরও অবতারণা করেন; ঐতিহাসিকদের কারও মতে সেই ব্যক্তি ছিলেন হযরত আলী, কারও মতে হযরত যায়েদ বিন হারেসা আবার কারও মতে হযরত আবু বকর (রা.)। হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.)'র মতে এই বিতর্কই অর্থহীন, কারণ হযরত আলী ও যায়েদ তো মহানবী (সা.)-এর পরিবারেরই সদস্য ছিলেন; তারা যে শোনামাত্রই গ্রহণ করবেন— সেটাই স্বাভাবিক। অথবা বাড়ির সদস্য এবং মহানবী (সা.)-এর অধীনস্ত হওয়ার কারণে তাদের মৌখীক বয়আত বা স্বীকৃতিরও কোন প্রয়োজন ছিল না বলে অনেকে মনে করেন। অবশিষ্ট লোকদের মধ্যে ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে হযরত আবু বকর (রা.)ই সর্বপ্রথম— এ বিষয়টি অবিসংবাদিত।

হযরত আলী (রা.) তার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি তার বাবা আবু তালিবের কাছে গোপন রাখেন; কিন্তু একদিন আবু তালিব তাকে মহানবী (সা.)-এর সাথে নামায পড়তে দেখে ফেলেন। তিনি এই নতুন ধর্ম সম্পর্কে মহানবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে মহানবী (সা.) তাকে জানান, এটি আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম এবং এটি তাদের পূর্বপুরুষ হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এরও ধর্ম, তিনি (সা.) আবু তালিবকে তবলীগ করেন এবং ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। হযরত আবু তালিব বলেন, সামাজিকতার কারণে তিনি তার পিতৃ-পুরুষদের ধর্ম ছাড়তে অপারগ, এবং প্রতিমা পূজা ছেড়ে এক আল্লাহ্‌র ইবাদতে অপারগ; তবে তিনি আল্লাহ্‌র নামে এই শপথও করেন যে, তিনি বেঁচে থাকতে মহানবী (সা.)-এর কোন ক্ষতি হতে দিবেন না। তিনি নিজ পুত্র হযরত আলীকেও বলেন, তিনি যেন হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ধর্মের অনুসরণ করেন, কারণ তিনি দৃঢ় বিশ্বাস রাখেন, মুহাম্মদ (সা.) তাকে পুণ্য ছাড়া অন্য কিছুর নির্দেশ দিবেন না।

মহানবী (সা.)-এর ওপর যখন সূরা শো'আরার ২১৫নং আয়াত অবতীর্ণ হয়, যাতে আল্লাহ্ তা'লা তাকে নিকটাত্মীয়দের তবলীগ করার ও সতর্ক করার নির্দেশ দেন, তখন তিনি (সা.) হযরত আলীকে স্বল্প পরিমাণ ছাগলের মাংস ও দুধ ইত্যাদি প্রস্তুত করার নির্দেশ দেন এবং তার নিকটাত্মীয় বনু আব্দুল মুত্তালিবকে নিমন্ত্রণ করতে বলেন; সংখ্যায় তারা প্রায় চল্লিশজন ছিল। মহানবী (সা.) আল্লাহ্ প্রদত্ত বরকতের মাধ্যমে নিদর্শনস্বরূপ ঐ স্বল্প পরিমাণ খাবার দিয়ে তাদের সবাইকে তৃপ্তি-সহকারে আপ্যায়ন করেন; এরপর যখন তিনি তবলীগের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলতে যান, তখন আবু লাহাব কথা বলার সুযোগ না দিয়ে সবাইকে নিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মহানবী (সা.) পরদিনও অনুরূপ নিমন্ত্রণ করেন; এদিন মহানবী (সা.) তাদেরকে সংক্ষিপ্ত তবলীগ করার সুযোগ পান। তিনি তাদেরকে সত্য গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'কে আমাকে এ কাজে সাহায্য করবে?' কিন্তু একজনও তাতে সাড়া দেয় নি। একমাত্র হযরত আলী বলে ওঠেন, **'যদিও আমি তাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এবং সবচেয়ে দুর্বল, কিন্তু আমি আপনার সাথে আছি!'** এটি হযরত আলী (রা.)'র অসাধারণ নিষ্ঠা ও আত্মবিলীনতার পরিচয় বহন করে।

মহানবী (সা.)-এর হিজরতের সময় হযরত আলী (রা.) যে সাহসিকতা ও আত্মত্যাগ প্রদর্শন করেন, সেই ঘটনাও সর্বজনবিদিত। কুরাইশরা চতুর্দিক থেকে মহানবী (সা.)-এর বাড়ি পাহারা দিচ্ছিল এবং তাদের উদ্দেশ্য ছিল, পরদিন সকালে বিভিন্ন গোত্রের যুবকরা একযোগে আক্রমণ করে তাকে (সা.) হত্যা করবে। আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) রাতেই বাড়ি থেকে হিজরতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন; যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি হযরত আলীকে নিজের বিছানায় শুয়ে থাকতে বলেন। হযরত আলী (রা.) জানতেন, এমনটি করলে তার নিজের প্রাণহানীর শংকা রয়েছে, কিন্তু তবুও তিনি নির্ভীকচিত্তে তাতে

সম্মতি দেন এবং মহানবী (সা.)-এর বিছানায় তার (সা.) লাল রঙের সেই চাদর গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়েন, যা মহানবী (সা.) গায়ে দিয়ে শুতেন। মহানবী (সা.) কাফিরদের নাকের ডগা দিয়েই বের হন, কিন্তু তারা ধারণাও করতে পারে নি যে, তিনি (সা.)-ই যাচ্ছেন। কারণ মহানবী (সা.) সম্পূর্ণ নির্ভয়ে বের হয়েছিলেন, আর কাফিরা হয়তো ভাবছিল, মুহাম্মদ (সা.) তো এতটা নির্ভয়ে বের হবেন না, কারণ তিনি জানেন, শত্রুরা বাইরে তাকে হত্যা করার জন্য ওঁৎ পেতে আছে; এ নিশ্চয়ই অন্য কেউ হবে! উপরন্তু তারা ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে বিছানায় চাদর-মুড়ি দিয়ে একজনকে শুয়ে থাকতে দেখছিল আর ভাবছিল মুহাম্মদ (সা.) বাড়িতেই ঘুমাচ্ছেন। পরদিন সকালে গিয়ে তারা যখন টের পেল যে, সেই ব্যক্তি মুহাম্মদ (সা.) নন, বরং আলী, তখন তারা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়; তারা হযরত আলীকে আটক করে এবং কাবা প্রাঙ্গণে নিয়ে তাকে অনেক মারধোর করে, কষ্ট দেয় এবং পরে তাকে ছেড়ে দেয়। হযরত আলী (রা.) মহানবী (সা.)-এর নির্দেশক্রমে তাঁর (সা.) কাছে থাকা মক্কাবাসীদের গচ্ছিত জিনিসপত্র সব বুঝিয়ে দিয়ে তিনদিন পর মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হন। হুযূর (আই.) বিভিন্ন বরাতে এই ঘটনাগুলো একে একে উদ্ধৃত করেন এবং বলেন, যদিও একটি ঘটনাই বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্ণিত হয়েছে, তবুও প্রতিটি বর্ণনার আঙ্গিক ও প্রেক্ষাপট ভিন্ন হওয়ায় সবগুলোই পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত আলী (রা.)'র স্মৃতিচারণ আগামী খুতবায়ও চলমান থাকবে বলে হুযূর (আই.) জানান।

খুতবার শেষদিকে হুযূর (আই.) সম্প্রতি প্রয়াত কয়েকজন নিষ্ঠাবান আহমদীর গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন এবং তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণও করেন। প্রথম জানাযা পাকিস্তানের নানকানা-নিবাসী জনাব তারেক মাহমুদ সাহেবের পুত্র শহীদ ডাঃ তাহের মাহমুদ সাহেবের; গত ২০ নভেম্বর তিনি তার পরিবারের কয়েকজনসহ তার চাচা জনাব মুহাম্মদ হাফিয সাহেবের বাড়িতে জুমুআর নামায পড়তে গিয়েছিলেন। নামায শেষে বেলা আড়াইটার দিকে বের হলে গলিতে থাকা ১৬ বছর বয়সী মাহদ নামক আগ্নেয়াস্ত্রধারী এক যুবক গুলি করে তাকে শহীদ করে; আততায়ী পিস্তলের দুই ম্যাগাজিন গুলি করে যখন তৃতীয় ম্যাগাজিন লোড করছিল, তখন তাকে আটক করা হয়। শহীদ মরহুমের বয়স ছিল মাত্র ৩১ বছর; এ ঘটনায় ৫৫ বছর বয়সী তার পিতা তারেক মাহমুদ সাহেবও মাথায় গুলির আঘাত নিয়ে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন। তার আরেক চাচা ও জামাতের প্রেসিডেন্ট জনাব সাঈদ আহমদ মাকসুদ সাহেব এবং খোদ্দামের যয়ীম তাইয়্যেব মাহমুদ সাহেবও আহত হন, তবে তারা এখন আশংকামুক্ত। হুযূর (আই.) বলেন, পাকিস্তানে বিরুদ্ধবাদীরা শত্রুতার এক নতুন রীতি শুরু করেছে; তারা নাবালকদেরকে প্ররোচিত করে তাদেরকে দিয়ে আক্রমণ করাচ্ছে, যেন আদালতে তাদের কঠোর সাজা না হয়। হুযূর বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি দান করুন; আর যদি তারা এর উপযুক্ত না হয়ে থাকে, তবে আল্লাহ্ স্বয়ং তাদের ধৃত করুন। হুযূর শহীদ মরহুমের অজস্র গুণাবলীর কিছু উল্লেখ করেন; হুযূর শহীদ মরহুমের জান্নাতুল ফিরদৌস লাভের জন্য এবং আহতদের দ্রুত ও পরিপূর্ণ আরোগ্য লাভের জন্য দোয়া করেন।

দ্বিতীয় জানাযা সিয়েরা-লিওন জামাতের নিষ্ঠাবান কর্মী জনাব জামালউদ্দীন মাহমুদ সাহেবের, যিনি বিগত ষোল বছর ধরে ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন; গত ৩ নভেম্বর হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি পরলোকগমন করেন। তৃতীয় জানাযা রাবওয়া-নিবাসী মোকাররম মরহুম চৌধুরী সালাহউদ্দীন সাহেবের সহধর্মিনী মোকাররমা আমাতুস সালাম সাহেবার, যিনি গত ১৯

অক্টোবর মৃত্যুবরণ করেন। চতুর্থ জানাযা মরহুম মোকাররম ডাঃ লতীফ কুরাইশি সাহেবের মা মোকাররমা মনসুরা বুশরা সাহেবার, যিনি গত ৬ নভেম্বর ৯৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। হুযূর (আই.) প্রত্যেকর সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন ও তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে যেন তাদের পুণ্য চলমান থাকে— সেই দোয়া করেন। (আমীন)

[প্রিয় শ্রোতামণ্ডলি! হুযুরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোন বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]